



আরাকান রাজসভা ও বাংলা সাহিত্য

সপ্তদশ শতাব্দীর এক অনন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

আরাকান রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান



অবস্থান ও পরিচয়

ব্রহ্মদেশের (বর্তমান মায়ানমার) উত্তর পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের সন্নিকটবর্তী এই রাজ্য। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল **রক্ষতুঙ্গ** বা **রোসাঙ্গ**। আইন-ই আকবরীতে একে বলা হয়েছে **আখরঙ**।

রাজধানী

১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে **মোরাস** বা **মহৌঙে** স্থাপিত হয়, যা চারশো বছর ধরে আরাকানের রাজধানী হিসেবে বিরাজমান ছিল।

সৈয়দ আলাওলের জীবন ও পটভূমি

জন্ম ও শিক্ষা

আনুমানিক ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার ফতেয়াবাদে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন ফতেয়াবাদের অধিপতির একজন অমাত্য। অভিজাত পরিবারের সন্তান হিসেবে বাল্যকালেই বাংলা, সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন।

আরাকানে আগমন

পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণে পিতা নিহত হন। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় আলাওল **ক্রীতদাস** হিসেবে আরাকানে নীত হন – যে যাত্রা পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পরিবর্তন করে দেয়।



আলাওলের রাজসভায় উত্থান

প্রাথমিক কর্মজীবন

দেহরক্ষী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।
পরবর্তীতে মহন্তের গৃহে নাটগীত ও সঙ্গীত
শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। কবিপ্রতিভার
স্মরণ ঘটলে প্রধান অমাত্য **কোরেশী মাগন
ঠাকুরের** আনুকূল্যে আরাকানের অমাত্যসভায়
স্থান পান।

পৃষ্ঠপোষকতা

সৈয়দ মুসা, সুলায়মান, মুহাম্মদ খান ও মজলিস
নবরাজ তাঁকে বিভিন্ন পুস্তক রচনায় উৎসাহিত
করেন।



পদ্মাবতী কাব্য: রচনা ও উৎস



মূল উৎস

হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর বিখ্যাত 'পদুমাবৎ' কাব্য অবলম্বনে রচিত। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে আরাকান অমাত্যসভার প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আলাওল এই মহাকাব্য রচনায় হাত দেন।

রচনাকাল

১৬৪৫ – ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্পন্ন হয়। এটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক মহাকাব্য হিসেবে স্বীকৃত।

পদ্মাবতীর কাহিনি ও বিষয়বস্তু

1

প্রথম পর্ব

হিরামন পাখির কাছে সিংহলের রাজকন্যা
পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে চিতোররাজ
রত্নসেন সিংহলে যাত্রা করেন এবং সফলভাবে
পদ্মাবতীকে লাভ করেন।

2

দ্বিতীয় পর্ব

দিল্লির সুলতান **আলাউদ্দিন খিলজি**
পদ্মাবতীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় চিতোর
আক্রমণ করেন – কিন্তু তাঁর সামরিক
অভিযান ব্যর্থ হয়।

3

মূল বার্তা

প্রেম, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের এই মহাকাব্যিক
আখ্যান বাংলা কাব্যে **ধর্মনিরপেক্ষ**
প্রণয়কাহিনীর নতুন ধারা প্রবর্তন করে।

আলাওলের সাহিত্যিক প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য

ভাষাজ্ঞান

বাংলা, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, হিন্দি,
ব্রজবুলি ও মঘী – এই সাতটি ভাষায়
সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রাকৃতপৈঙ্গল, যোগশাস্ত্র,
কামশাস্ত্র, আধ্যাত্মবিদ্যা এবং যুদ্ধবিদ্যায়ও
বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

সাহিত্যকর্ম

৭টি

রচিত কাব্যগ্রন্থ

৭টি

আয়ত্ত ভাষা



দৌলত কাজী: আরাকানের প্রথম বাঙালি কবি

জন্ম ও পরিচয়

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার সুলতানপুরে
জন্মগ্রহণ করেন। আরাকান রাজসভার কবি
হলেও তাঁর লেখার ভাষা ছিল বাংলা। "সতী ময়না
ও লোর চন্দ্রানী" কাব্য রচনা করে বাংলার শক্তিমান
কবিদের মাঝে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেন।

মৃত্যু

সম্ভবত ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরাকানে মৃত্যুবরণ
করেন – তাঁর কাব্য অসম্পূর্ণ রেখে।



লোরচন্দ্রানী: দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য

সূচনা

রাজার প্রধান উজির **আশরাফ খানের** আগ্রহে হিন্দি কবি মিয়া সাধনের 'মৈনাসত' অবলম্বনে দৌলত কাজী পাঞ্চালীর ছন্দে কাহিনী রচনা শুরু করেন।

1

সমাপ্তি

দৌলত কাজীর মৃত্যুর **২০ বছর পর**, ১৬৫৯ সালে মহাকবি আলাওল এই কাব্যের শেষাংশ রচনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

3

2

অসম্পূর্ণ

১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে দৌলত কাজীর মৃত্যুতে কাব্যটি অসমাপ্ত থেকে যায়।
তাঁর রচনা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল।



আরাকান রাজসভার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

বাংলা সাহিত্যে অবদান

সপ্তদশ শতাব্দীতে দৌলত কাজী, মারদান কোরেশী, মাগন ঠাকুর, মহাকবি আলাওল ও আবদুল করীম খোন্দকারের মতো কবিরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে অভূতপূর্ব ভূমিকা রাখেন।

নতুন সাহিত্যধারার উদ্ভব

আরাকান রাজসভা বাংলা কাব্যে **ধর্মনিরপেক্ষ প্রণয়কাহিনীর** নতুন ধারার সূচনা করে। হিন্দি ও ফারসি সাহিত্যের সেতুবন্ধন ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যকে এক অনন্য সার্বজনীন রূপ দান করে।

স্থায়ী প্রভাব

পদ্মাবতী থেকে লোরচন্দ্রানী – এই কাব্যগ্রন্থগুলি আজও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের সোনালি অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত।